কোল্লামের উপকূল ছুঁয়ে

আলেপ্পির বিখ্যাত ব্যাক ওয়াটার থেকে সড়কপথে মাত্রই ঘণ্টা দু'য়েকের দূরত্বে কোল্লাম সাগর সৈকত। সুবিশাল সমুদ্র, আটকোণ বিশিষ্ট হ্রদে জলভ্রমণ, লাইট হাউসের স্থাপত্য, গণপতি মন্দির-এই সব নিয়েই সবুজ কোল্লাম। শহুরে শপিং মলেরও অভাব নেই। ঘুরে এসে বর্ণনায়

জয়ন্ত সরকার

প্রকৃতি এখানে উদাসীন, অন্যমনস্ক, বাঁধনহারা সমুদ্র, সুবিশাল জলাশয়, বালুচর আর সবুজের সমারোহ। বস্তুবিশ্বের ছোঁয়া লাগলেও শহর ছাড়লেই চোখে পড়ে অবাক প্রান্তর। আলেপ্পি থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা সড়কপথে এসে এই পর্যটনক্ষেত্রটিতে পৌঁছোতেই সে যেন বরণ করে নিল আমাদের, দু'হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাল।

দক্ষিণ কেরলের এই কোল্লাম শহরটি রাজধানী তিরুবনন্তপুরম থেকে মাত্র একাত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অতীতে এই মালাবার উপকূল ধরেই নাবিকরা বাণিজ্যের খাতিরে এখানে আসতেন। ইতালি, চিন, আরব প্রভৃতি বহুদেশের ব্যবসায়ীদের সমাগম হত এই শহরে।

কোল্লামের প্রধান দ্রষ্টব্য হল অষ্টামুডি লেক। মালয়ালাম ভাষায় অষ্টামুডি শব্দটির অর্থ আটটি কোণবিশিষ্ট বস্তু। এই অষ্টামুডি লেকটিকে কেরলের বিখ্যাত ব্যাক ওয়াটারের প্রবেশদ্বার হিসাবে গণ্য করা হয়। এই ব্যাক ওয়াটার আলেপ্পি পর্যন্ত বিস্তৃত। খনিজসমৃদ্ধ এই জলে ফসলের ফলন ভালো হয়।

হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা প্রথমে অষ্টামুডি লেকে চলে এলাম। একটা হাউসবোট ভাড়া করে জলবিহার শুরু হল। স্বচ্ছ জলরাশি, নারকেল গাছের সারি, দু'ধারে চলমান নাগরিক জীবন সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে মুগ্ধ করল আমাদের। মনে হচ্ছিল যেন ভেনিসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি সবাই। সফরসঙ্গী তুষারদা একটা ভাটিয়ালি সুর চালিয়ে দিলেন মুঠোফোনে। মন উদাস করা সেই গানে নিজেকে এক বিবাগী মানুষ বলে ভ্রম হচ্ছিল। ঘুরে দেখলাম মৌসুমী, ময়ূখ, মৈনাকও অপলক চোখে জরিপ করে চলেছে প্রকৃতিকে।

এরপর আমাদের গন্তব্য ছিল থাঙ্গাস্‌রি লাইটহাউস। ১৯০২ সালে নির্মিত এই লাইটহাউসের স্থাপত্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমাদের। পরবর্তী দ্রষ্টব্য মহাত্মা গান্ধী সৈকত। অপরূপ এই সমুদ্রতট, উত্তাল ঢেউয়ের বিস্তার, ঋজু দিকচক্রবাল-মোহময় করে তুলল পরিবেশকে। কিছু অংশে চোরাঘূর্ণি থাকায় এই সমুদ্র স্নানের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়। তাই 'লাইফগার্ড' আউটপোস্টের সদস্যরা বারবার সতর্ক করছিল পর্যটকদের। চওড়া বালুচর ধরেই দেখলাম স্থানীয় মানুষ আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছে। তবে লোকসংখ্যা কম হওয়ায় ভিড়ের আধিক্য নেই। আকাশে ঘুড়ির লড়াই চলছে। গরম চিনেবাদাম, ভেলপুরি কিংবা লটারির টিকিট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পসারিরা। একপাশে ক্লক-টাওয়ার। সেখানেও উৎসাহীদের ভিড়। কেরল সরকার বিবাহের সৈকতভূমি হিসেবে প্রথম বিবেচিত করেছিল এই কোল্লামকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। দিগন্তের বুকে সূর্যাস্তের শোভা দেখে আমরা মহাত্মা গান্ধী পার্কে চলে এলাম। আন্তর্জাতিক মানের এই পার্কটি ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়। ফুলেল পরিবেশে বাঁধানো রাস্তা ধরে সান্ধ্যভ্রমণ করলাম কিছুক্ষণ।

আলাপচারিতার সময় হোটেলের ম্যানেজার আমাদের শ্রী মহাগণপতি মন্দিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওঁর কথামতো দুপুরে থিভ্যালি প্যালেস ঘুরে এসেছি আমরা। রাত সাতটা নাগাদ মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল। দেখলাম একপাশে মালয়ালাম ভাষায় গীতাপাঠ চলছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ একান্তে বসে ওই পাঠ শুনছেন। পাশেই সার-সার প্রদীপ শোভিত অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যটি। দেওয়ালগাত্রে প্রজ্জ্বলিত এই প্রদীপের সারি দৃষ্টিনন্দন ও পবিত্র করে তুলছিল জায়গাটিকে। অন্যান্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে আমরা মৌনভাবে প্রতিমা দর্শন করলাম ও প্রদক্ষিণ করলাম মন্দিরটিকে।

কিছু কেনাকাটা করার জন্য বারবার উসখুশ করছিল সবাই। সেই তাড়নায় এরপর মার্কেট প্লেসে যেতে হল। বেশ কয়েকটি শপিং মল, বহুজাতিক ব্র্যান্ড, চওড়া অ্যাসফলটের রাস্তাঘাট, নিয়নের আলো ঝলমলে শহরের কেন্দ্রে এসে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করলাম আমরা। একটা দক্ষিণী রেস্তোরাঁয় নৈশাহার সেরে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

কেরল টুরিজমের হোটেলটি অষ্টামুডি লেকের পাশে অবস্থিত। পরদিন সবুজ লনে কিছুক্ষণ প্রাতভ্রমণ করলাম আমি ও তুষারদা। লাল টালি- শোভিত একটি ডেক ধরে জলের সান্নিধ্য এসে দাঁড়ালাম। চারপাশে নাম-না-জানা পাখিদের কিচিরমিচির। একদিকে ছোট্ট ফলের বাগান। শীতকালেও দেখলাম কয়েকটা আমগাছ মুকুলে ভরে আছে। প্রচুর মাছরাঙা লেকের জল ছুঁয়ে ওড়াওড়ি করছে। পানকৌড়িরা ডুব দিয়ে মাছ শিকারে ব্যস্ত।

হঠাৎই মৌটুসি পাখির ডাক ভেসে এল। হোটেলের বারান্দায় চোখে পড়ল মৌসুমির ব্যস্ততা। এবার ফেরার পালা। কেরলের ছোট্ট এই শহরটি তার স্নিগ্ধ প্রকৃতি ও নিস্তরঙ্গ নাগরিক জীবন নিয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিল আমার মানসপটে।

কীভাবে যাবেন –

কলকাতা (হাওড়া/শালিমার) থেকে রেলপথে তিরুবনন্তপুরম। সেখান থেকে সড়কপথে এন.এইচ ৬৬ ধরে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে কোল্লাম।

শিলচর-ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস বা গুরুদেব এক্সপ্রেসে হাওড়া/শালিমার থেকে তিরুবনন্তপুরম যাওয়া যায়। সময় লাগে প্রায় ৪৬ ঘণ্টা। এ ছাড়া বিমানযোগেও কলকাতা থেকে তিরুবনন্তপুরম যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন –

কে.টি.ডি.সি-র (কেরল টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) হোটেল কোল্লামে থাকার একটি আদর্শ জায়গা। এছাড়া দ্য কুইলন বিচ হোটেল, রাভিজ রিসর্ট ও স্পা-অষ্টামুডি প্রভৃতি হোটেল বা রিসর্ট থাকার পক্ষে উপযুক্ত।

plan করুন

মেবার বসন্ত উৎসব

রাজস্থানের উদয়পুরে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয় মেবার উৎসব। এই উৎসবকে গাণগৌর উৎসবও বলা হয়। রাজস্থানের স্থানীয় মানুষরা এই উৎসব পালন করলেও অদ্ভুত রঙিন এই উৎসব দেখতে সারা ভারত থেকে বহু পর্যটক যান উদয়পুরে। ইতিহাস বলছে, শিশোদিয়া রাজবংশের রাজা মহারাণা উদয় সিংয়ের সঙ্গে একজন সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সেই সন্ন্যাসী অনেকদিন ধরে এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে তপস্যা করছিলেন। ওই পাহাড় থেকে পিছোলা হ্রদ স্পষ্ট দেখা যায়। সেই মানুষটি পাহাড়ের মাথায় রাজপ্রাসাদ বানাতে মহারাণাকে পরামর্শ দেন। মহারাণা তাঁর পরামর্শ মতো উদয়পুর প্রাসাদ এবং উদয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবী গৌরী অর্থাৎ মাতা পার্বতীর মূর্তি নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা বেরোয় প্রায় সারা রাজস্থান জুড়েই। উদয়পুরের পিছোলা হ্রদের গাণগৌর ঘাটে এসে সেই শোভাযাত্রা শেষ হয়। এরপর দেবী পার্বতীর মূর্তি নিয়ে হ্রদের জলে ভেসে বেড়ান সুন্দর পোশাকে সজ্জিত মেয়ে-বউরা। এটি মূলত মেয়েদেরই উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে রাজস্থানি সংস্কৃতির (নাচ গান, বাজনা) প্রদর্শনও হয়। এই বছর গাণগৌর বা মেবার উৎসবের সময় হল ২০-২২ মার্চ।